Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Citizen's Platform
Brief
অক্টোবর ২০১৮ সংখ্যা ২৪

দুর্নীতি প্রতিরোধ, সুশাসন ও টেকসই উন্নয়ন অর্জনে তারুণ্যের ভূমিকা

যুব সম্মেলন ২০১৮
বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০
তারুণ্যের প্রত্যাশা

১৪ অক্টোবর ২০১৮, ঢাকা, বাংলাদেশ

এই ব্রিফটি *এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ* আয়োজিত "যুব সম্মেলন ২০১৮ – বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০: তারুণ্যের প্রত্যাশা" উপলক্ষে প্রকাশিত।

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ তরুণ-তরুণী, যাদের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৩০ লাখ।[১] অর্থনীতি ও জনসংখ্যা বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের বর্তমান সময়টা হচ্ছে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের', অর্থাৎ বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ হচ্ছে কর্মক্ষম তরুণ সমাজ, যাদের শ্রমে ও মেধায় গড়ে উঠতে পারে উন্নত বাংলাদেশ। পরবর্তী প্রজন্ম কেমন বাংলাদেশ পাবে, সেটা বহুলাংশে নির্ভর করছে এই বিপুলসংখ্যক সম্ভাবনাময় তরুণদের ওপর। সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের সফলতার ধারাবাহিকতা ধরে রাখার অন্যতম উপায় হচ্ছে, তরুণ প্রজন্মকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সম্পৃক্ত করা। টেকসই উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হলো, ক্ষুধা, দারিদ্র্য নিরসন, ও বৈষম্য হ্রাস। অন্য কথায়, ১৭টি অভীষ্টের অধীনে ২৩২টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। সচেতন, সক্রিয়, সৎ ও সাহসী তরুণেরাই পারবে সুশাসন নিশ্চিত করতে। তারা দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করার মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

এসডিজি অর্জনে তরুণদের ভূমিকা

এসডিজি অর্জনের পূর্বশর্ত হলো অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন। আর এ কারণেই টেকসই উন্নয়নের স্লোগান হচ্ছে: 'কাউকে পেছনে রাখা যাবে না'। এ স্বপ্ন পূরণের অন্যতম অনুঘটক হচ্ছে তরুণদের অংশগ্রহণ। কারণ, এসডিজির সাথে সাথে আজকের তরুণ প্রজন্মও আগামী ১২ বছরে পরিণত হয়ে উঠবে এবং এই প্রক্রিয়ার সাফল্য বা ব্যর্থতার ফল ভোগ করবে। তাই জাতিসংঘের এসডিজি অর্জনে ২০৩০ সালের মধ্যে সমাজের সকল স্তরের বিস্তৃত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে যে ৯টি প্রধান অংশীজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে তরুণেরা অন্যতম।[২]

দেশের তরুণ প্রজন্ম রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দুর্নীতি, আইনের শাসন, কর্মসংস্থান ও সর্বোপরি ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত।[৩] এই পরিপ্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অর্জনে অপার সম্ভাবনাময় তরুণদের সম্পৃক্ত করার জন্য এই প্রজন্মকে দক্ষ, যোগ্য ও নেতৃত্বশীল করে গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ, তাদের ক্ষমতায়ন করতে হবে। বাংলাদেশের জাতীয় যুব নীতিতেও তরুণ-তরুণীদের জন্য উপযুক্ত উৎপাদনমুখী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান, নেতৃত্ব বিকাশসহ সকল গুণাবলির বিকাশ নিশ্চিত করতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করা

[১] GoB. (2018). Background – যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. Available at: http://www.dyd.gov.bd/site/page/57f039b0-3112-4b5c-a071-2b300e8317af/Background.

[২] UNESCAP. (2018). UN and SDGs: A Handbook for Youth. Available at: https://www.unescap.org/resources/ un-and-sdgs-handbook-youth.

[৩] প্রথম আলো. (২০১৭). প্রথম আলো ও ওআরজি-কোয়েস্ট জরিপ. প্রকাশকাল: ১৬ জুলাই ২০১৭.

হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনসহ সকল স্তরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, শুদ্ধাচার ও অংশগ্রহণমূলক সকল কার্যক্রমে তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশের পক্ষে এসডিজি অর্জন সম্ভব হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ টেকসই উন্নয়নের নিয়ামক

টেকসই উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি হলো, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ। এসডিজি অর্জন করতে হলে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, শুদ্ধাচার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এর সঙ্গে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে। একমাত্র সুশাসন নিশ্চিত হলে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্টসমূহ অর্থবহভাবে অর্জন সম্ভব হবে। এসডিজি ১৬-এ সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের কথা বলা হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ নির্মাণ, সর্বস্তরে সুশাসন, ন্যায় বিচার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে কাউকে যেন পেছনে রাখা না হয়, তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সকল অংশীজনের পাশাপাশি বিশেষ করে তরুণদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা ছাড়া এই অভীষ্ট পূরণ দুরূহ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে তরুণদের সম্পৃক্ততা

২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পোর্টল্যান্ড স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, তরুণ শিক্ষার্থীরা কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে তখনই আগ্রহী হয়, যখন তারা মনে করে, এই কর্মকান্ড ও সম্পৃক্ততা সম্পূর্ণ কার্যক্রম ও প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।[৪] সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে তরুণদের সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রেও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য।

দুর্নীতি ও তরুণ সমাজ

দুর্নীতি সম্পর্কে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের মোটামুটি স্বচ্ছ ধারণা আছে।[৫] ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটিউটের সাম্প্রতিক এক জনমত জরিপে বলা হয়েছে, বর্তমানে দুর্নীতি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা (২১ শতাংশ জনগণের মতে)।[৬] যেহেতু বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ জনগণ তরুণ, সেহেতু এ জনমতে তাদের মতামতও উঠে এসেছে বলে ধারণা করা যায়। ২০১৪ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) প্রকাশিত 'যুব সততা জরিপ' অনুযায়ী তরুণেরা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিমতো জীবনযাপন করতে পারে না, কারণ তারা দুর্নীতির ভুক্তভোগী হয়। টিআইবি পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায়ও দুর্নীতি সম্পর্কে তরুণ সমাজের ভাবনা উঠে এসেছে। সততা সম্পর্কে তরুণদের ধারণা, মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি নিরূপণ করতে বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহর এলাকার তরুণদের মধ্যে ২০১৫ সালে পরিচালিত টিআইবির জরিপে দেখা যায়, সমাজের অন্যদের মতো তরুণেরাও বিভিন্ন দুর্নীতির শিকার।[৭]

---

[৪] Nishishiba, M., Nelson, and H.T. Shinn, C. W. (2005). Explicating factors that foster civic engagement among students. *Journal of Public Affairs Education,* 11 (4), 269-285.

[৫] Transparency International Bangladesh. (2015). National Youth Integrity Survey 2015. Available at: https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2015/fr_ccs_yis_15_en.pdf.

[৬] Cima, S. and Macdonald, G. (2018). Bangladesh: Faith in Democracy and Institutions is in Decline as Election Nears. Council on Foreign Relations. Available at: https://www.cfr.org/blog/bangladesh-faith-democracy-and-institutions-decline-election-nears.

[৭] Transparency International. (2014). Asia Pacific Youth: Integrity in Crisis. Available at: http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2014_asiapacificyouth_en?e=2496456/7889109.

তবে টিআইবি পরিচালিত 'সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭'-এ দেখা যায়, বাংলাদেশে বিভিন্ন সেবা খাতের সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে বয়স্কদের চেয়ে তরুণেরা তুলনামূলকভাবে দুর্নীতির কারণে কম ভুক্তভোগী হয়। সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে যাদের বয়স ৩৫-এর বেশি, তাদের ৪৩.৮ শতাংশ দুর্নীতির ভুক্তভোগী হয়েছেন। আর যাদের বয়স ৩৫-এর মধ্যে, তাদের ক্ষেত্রে এ হার ৩৬.৩ শতাংশ।[৮] এর একটি অন্যতম কারণ হতে পারে এই যে তরুণদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে ঘুষ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার বা তা পরিহার করার প্রবণতা বেশি। এই পরিসংখ্যান দুর্নীতি-অনিয়ম প্রতিরোধে তরুণদের সম্পৃক্ততার সুযোগ ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে।

দুর্নীতি সংক্রান্ত জ্ঞান ও দুর্নীতি দমনে তরুণদের ভূমিকা

সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তরুণদের ব্যাপক আগ্রহ আছে।[৯] টিআইবির জাতীয় যুব সততা জরিপ অনুযায়ী, অধিকাংশ তরুণ (৮২ শতাংশ) মনে করে, সততা প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনে তরুণেরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এবং তারা সক্রিয়ভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী (৮০ শতাংশ)। কিন্তু আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতি দমনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় বেশির ভাগ তরুণই (৬২ শতাংশ) এতে সম্পৃক্ত হতে পারে না। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক নিবন্ধ থাকলেও দেশের দুর্নীতিবিরোধী আইন-কানুন ও বিধিমালা সম্পর্কে তরুণেরা একেবারেই জানে না বা খুবই কম তথ্য জানে বলে জরিপে উঠে এসেছে।

জরিপ অনুযায়ী অধিকাংশ তরুণ (৮০ শতাংশ) দুর্নীতির সম্মুখীন হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করবে বলে জানিয়েছে। অভিযোগ করবে না বলা তরুণদের একটি বড় অংশ (৬২ শতাংশ) মনে করে, এ ধরনের অভিযোগে কাজ হবে না। অনেকের আবার অভিযোগ করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ ধারণা নেই (১০ শতাংশ) বা তারা সেটা করতে চায় না (১০ শতাংশ)। অধিকাংশ তরুণ জানিয়েছেন, সততা সম্পর্কিত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে।

টিআইবির উদ্যোগে বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে তরুণেরা, বিশেষ করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলমান জনসম্পৃক্ততা তৈরির কার্যক্রমে। টিআইবি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তরুণদের সম্পৃক্ত করে ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন সচেতনতা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাশাপাশি ইয়েস সদস্যগণ তথ্য ও পরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা, দুর্নীতিবিরোধী গণনাটক ও বিভিন্ন দিবস পালন করে থাকে। এ ছাড়া, মা-সমাবেশ, জনপ্রতিনিধিদের জনগণের মুখোমুখি করানোর কার্যক্রম ও তথ্য মেলার মতো সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টির নানা কার্যক্রম টিআইবি পরিচালনা করে থাকে। সেবা প্রদানকারীরা যে সেবা গ্রহীতার প্রতি দায়বদ্ধ–এই বোধ তৈরির লক্ষ্যে টিআইবি এসব উদ্যোগ নিয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সেবার মান উন্নয়নে ইয়েস গ্রুপসমূহ এভাবে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে।

সুপারিশ

দুর্নীতিবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের তরুণেরা যেন এসডিজি অর্জনে আরও সম্পৃক্ত হতে পারে, সে লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করা হলো:

[৮] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ. (২০১৮). সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭. Available at: https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2018/report/nhs/NHS_2017_Full_Report_BN.pdf.

[৯] Graner, E., Yasmin, F. and Aziz, S. (2012). Giving Youth a Voice. Bangladesh Youth Survey 2011. Dhaka: Institute of Governance Studies, BRAC University, Available at: https://bigd.bracu.ac.bd/jdownloads/report/1.%20bangladesh%20youth%20survey% 202011.pdf.

- এসডিজির আলোকে সকল প্রকার দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী তরুণদের ভূমিকা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। জাতীয় যুবনীতি ২০১৭-এর দ্রুত বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট তরুণ অংশীজনদের অংশগ্রহণে তার পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা;
- পাঠ্যক্রমে সততা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক উপাদান আরও তথ্যবহুল, আকর্ষণীয় ও বাস্তবায়নযোগ্য করা;
- ব্যক্তির পরিচয় ও অবস্থান নির্বিশেষে দুর্নীতিকে বাস্তবিক অর্থে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এর মাধ্যমে তরুণদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা;
- তরুণদের মাঝে সততা ও শুদ্ধাচার বিষয়ক সচেতনতা বাড়াতে সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত প্রচারাভিযান পরিচালনা করা এবং তরুণেরা যাতে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে পারে, তার প্রক্রিয়া ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা;
- সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া দুর্নীতিমুক্ত করে প্রকৃত মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিত করা;
- মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ও চর্চার সম্প্রসারণ করে অশিক্ষা, অপশিক্ষা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় ভ্রান্ত-ধারণায় বিপথগামী হওয়া থেকে তরুণসমাজকে রক্ষায় সচেতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং
- তরুণদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও দক্ষতার গুণগত উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করা এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ে কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে গুরুত্বারোপ করা।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

এই ব্রিফটি প্রস্তুত করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (www.ti-bangladesh.org)। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

ব্রিফটিতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের। এই মতামত কোনোভাবেই এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বা প্ল্যাটফর্ম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতামতের প্রতিফলন নয়।

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এজেন্ডা ২০৩০' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-র জুনে নাগরিক সমাজের ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর এই ধারণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই প্ল্যাটফর্মটির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশব্যাপী এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে এমন ৮৮টি সংস্থা বর্তমানে প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠন হিসেবে যুক্ত রয়েছে।

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs BDPlatform4SDGs

সচিবালয়: **সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা**
ফোন: (+৮৮ ০২) ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩, ৯১২৬৪০২ ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net